দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 26 2002

ঢামেকসু ভিপি জাবেদের হাতে ড্রাইভার প্রহৃত

☐ গুলি করে হত্যার হুমকি ☐ ড্রাইভারদের কর্ম বিরতি ☐ অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদের (ঢামেকসু) ভিপি জাবেদসহ ৫/৬ জন কলেজের ড্রাইভার জাকির হোসেনকে মারধর করেছে। তারা তাকে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যার হুমকিও দিয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। ভিপি জাবেদের নির্দেশমতো উপাধ্যক্ষের ব্যবহৃত মাইক্রোবাস নিয়ে রাতে অজ্ঞাত স্থানে ঘুরতে যেতে অস্বীকার করায় এ ঘটনা ঘটায় বলে জানা গেছে। এরই প্রতিবাদে সোমবার কলেজের কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করেছে। কলেজে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আহত জাকির হোসেন জানায়, সে কলেজের উপাধ্যক্ষের গাড়ি চালায়। রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছাত্রদল নেতা ও ইন্টার্নি চিকিৎসক ভিপি জাবেদ সংসদের

ঢামেকসু : পৃঃ ১১ কঃ ৫

ঢামেকসু : ভিপি

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

পিয়ন নুরুকে দিয়ে তাকে ছাত্র সংসদ কক্ষে ডেকে নিয়ে যায়। ড্রাইভার জাকির সংসদে যাওয়ার পর ভিপি জাবেদ তাকে হুমকির স্বরে বলে, গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের কর, বাইরে যেতে হবে।. ড্রাইভার অধ্যক্ষের নিষেধ আছে'। বিনা অনুমতিতে গাড়ি বের করা যাবে না। দুর্ঘটনায় পড়লে কিংবা আদেশ অমান্য করলে অফিসিয়াল ব্যবস্থা নেয়া হবে। একথা বলার পর জাবেদ তাকে কিল-ঘুসি মারতে শুরু করে। পরে জাবেদসহ ৬/৭ জন তাকে টেনে হিঁচড়ে সংসদের রুমে আটক করে আবার মারধর করে। একপর্যায়ে জাবেদ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করার চেষ্টা করলে সে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এরপরও জাবেদ বাহিনী তাকে ধরে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কলেজের সামনে জিম্মি করে রাখে।

ওই ড্রাইভার ও কর্মীরা আরও জানায়, জাবেদ কলেজ ছাত্রসংসদ কার্যালয়কে মিনি ক্যান্টনমেন্ট জানিয়েছে। ওই কার্যালয়ে অস্ত্র জমা রাখা হয়। প্রতি রাতে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের ব্যবহৃত গাড়ি নিয়ে জাবেদ বাহিনী নগরীর বিভিন্ন এলাকায় যায়। মৃত্যুর ভয়ে কর্মচারীরা মুখ বুঝে সহ্য করছে। জাবেদের হাতে পুরো কলেজ প্রশাসন জিম্মি। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর ১৫/৩০ জন ছাত্র জাবেদের ভয়ে ক্যাম্পাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ইতোমধ্যে ৩/৪ জন ছাত্র ছাড়পত্র নিয়ে অন্য কলেজে চলে গেছে। আবার অনেকে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

কলেজের কয়েকজন শিক্ষক জানান, ছাত্রদল ও বিএনপির ক্যাডার মেয়াদোত্তীর্ণ ছাত্র সংসদের ভিপি জাবেদ ও তার বাহিনীর হাতে শিক্ষকরা জিম্মি রয়েছেন।

এদিকে জাবেদের বিচারের দাবিতে ড্রাইভার-কর্মচারী অধ্যক্ষের কাছে সোমবার স্মারকলিপি দিয়েছে। ওই স্মারকলিপিতে তারা ঘটনার তদন্ত ও বিচার দাবি করেছে। এছাড়াও গতকাল তারা কলেজে কর্মবিরতি পালন করেছে।

এ ব্যাপারে কলেজের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।